দৈনিক জনকণ্ঠ
55
তারিখ 28 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ভর্তি পরীক্ষা সমস্যা ও নিরসনে কয়েকটি প্রস্তাব

আমাদের দেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বোর্ড থেকে এইচএসসি পরীক্ষা পাস করে থাকে তার মধ্যে খুব স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তির সুযোগ পায়। অবশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজসমূহে অনার্স ও ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হয়। প্রচুর ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পাস করার পর পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ফেলে বা ফেলতে বাধ্য হয়। এর প্রধান একটি কারণ হলো, ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা। ছাত্রছাত্রীদের এইচএসসি পাসের পর থেকেই ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন জটিলতায় নানা দুর্ভোগ পোহাতে হয়— অভিভাবকরাও তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। এ ক্ষেত্রে শহরের তুলনায় গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা খুবই খারাপ। ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী একমাত্র জাতীয় দৈনিকগুলোতেই প্রকাশিত ও আলোচিত হয় যা গ্রামে থাকার সুবাদে তারা ঠিক সময়ে জানতে পারে না। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউটসমূহে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন, নীতিমালা ও সময়সীমা নেই। ফলে দেখা যায় যে, এইচএসসি পরীক্ষার পর প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ব্যয় হয় বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হতে। তাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনায় শিথিলতা দেখা দেয়—যা পরবর্তীতে ভাল ফলের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে কলেজসমূহে অনার্স বা পাস কোর্সে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং পরবর্তীতে এটা বাতিল করে বা না করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তাতে কলেজগুলোতে অনেক আসন অদৃশ্য শূন্য হয়ে যায় এবং শূন্য আসনে আর কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায় না। আবার অনেকে ভাল কোথাও ভর্তি হবার আশায় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তীতে কলেজেও ভর্তির সুযোগ পায় না। এতে অনেকেরই এক বছর লস হয় এবং এই ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে বখাটে হয়ে যেতে দেখা যায়। অথচ যদি এমন কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সময়সীমা থাকত—যাতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার পর কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ থাকবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের অহেতুক সময়, অর্থের অপচয় ও ভর্তি সংক্রান্ত জটিলতার অবসান হবে। বিশেষ করে গ্রামের ও গরিব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বেশি উপকৃত হবে এবং পাস কোর্সেও অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় উৎসাহিত হবে। এ জটিলতা নিরসনে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাদের এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কমিটির প্রধানদের নিয়ে একটি সম্মিলিত ভর্তি প্রক্রিয়া কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২। বর্তমানে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে যেরূপ একই সাথে একই প্রশ্নে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তেমনি প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব উক্ত কমিটির থাকবে।

৩। কমিটি সকল প্রতিষ্ঠানে একই সময়ে ভর্তির দরখাস্ত আহ্বান করবে—যাতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আবেদন করতে পারে।

৪। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সংবাদপত্রসমূহ ও প্রতিটি কলেজে ব্যাপকভাবে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রচার ও ব্যাখ্যা করা হবে।

৫। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করতে হবে এবং এর ফল একই সময়ে প্রকাশ করা হবে—যাতে ছাত্রছাত্রীরা পছন্দমতো বিষয়ে মাত্র একটিতে ভর্তি হয়।

৬। ভর্তি পরীক্ষার ফলের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজসমূহে অনার্স ও ডিগ্রী পাস কোর্সে ভর্তির একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাবে, পছন্দমতো বিষয়ে পড়াশোনা করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। অভিভাবকরা অহেতুক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবেন এবং সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও অনেক জটিলতা থেকে মুক্ত হবে। প্রস্তাবগুলো বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, সচিব, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোহাম্মদ মনির হোসাইন
ক্যাডেট ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।